আজকের কাগজ

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মাদ্রাসার বরাদ্দ বেশি?

ইশতিয়াক ফারুক

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের প্রাক্কালে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ মাদ্রাসার জন্যে ২০২ কোটি টাকা আর বিশ্ববিদ্যালগুলোর জন্যে ১৬৫ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে বিএনপি সরকার মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে তুলনামূলক ব্যয় বরাদ্দ অনুরূপ করেছেন মর্মে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দী হতে যাচ্ছে 'হাইটেক' বা উচ্চ প্রযুক্তি ও কৃৎ কৌশলের যুগ, আগামী শতাব্দীতে মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্যক্রম ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা যুগের সঙ্গে কতোটা খাপ খাইয়ে চলতে পারবে তা সহজেই অনুমেয়। বিএনপি সরকার যে সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করছে তার আর একটি প্রমাণ শিক্ষাখাতে সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১০ শতাংশেরও বেশি বরাদ্দ মাদ্রাসাগুলোর জন্যে। একটি বেসরকারি স্কুল বা কলেজ অপেক্ষা একটি বেসরকারি মাদ্রাসা বেশি পয়সা পায় রাজস্ব বাজেট থেকে। প্রস্তাবিত রাজস্ব বাজেটে দাখিল বা তদূর্ধ্ব মাদ্রাসাগুলোর জন্যে বরাদ্দ ২০২ কোটি টাকা, দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ১৬৫ কোটি টাকা আর কারিগরি শিক্ষার জন্যে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশের কারিগরী শিক্ষার দুরবস্থার কারণ ঐ পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ পর্যালোচনা থেকে বার বার নজরুলের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি স্মরণে আসে, বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে সমুখ পানে, আমরা তখন বিবি তালাকের ফতোয়া ঘেটেছি ফেকা ও হাদিস খুঁজে। বিশ্ব চলেছে সমুখ পানে আর বাংলাদেশ পেছন দিকে, একবিংশ শতাব্দী যতই এগিয়ে আসছে বাংলাদেশে ফতোয়াবাজ সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের সংখ্যাও তৎপরতা ততোই বেড়ে চলেছে। বিরোধী দলবিহীন জাতীয় সংসদে সরকারি সাংসদ ফরিদা রহমান বাংলাদেশে ফতোয়াবাজ, মৌলবাদীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে একজন দলীয় পুরুষ সাংসদের কাছ থেকে 'দ্বিতীয় তসলিমা নাসরিন' খেতাব পেয়েছেন। আশ্চর্য! দেশের জ্ঞানী, গুণী, কবি, শিল্পী সৃজনশীল প্রতিভাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মৌলবাদী ফতোয়াবাজরা মুরতাদ আখ্যা দিয়ে ফাঁসীতে লটকাতে চাইবে আর সংসদে তার প্রতিবাদ করা হলে তাকে তসলিমা নাসরিন বলা হবে? যে সাংসদ বলেছেন যে অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান দ্বিতীয় তসলিমা নাসরিন হতে চাইছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বিএনপি'র কোনো মহিলা সদস্য কোনোদিনই তসলিমা নাসরিন হতে চাইতে পারেন না, তিনি বড় জোর খালেদা জিয়া হতে চাইতে পারেন।

বিরোধী দলবিহীন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনের বুধবার দিনের সভায় তসলিমা নাসরিন ছাড়াও 'ভ্যাট সিক্সটি নাইন হুইসকি' এবং 'কসমেটিকস' বা প্রসাধনী সম্পর্কে রসালো আলোচনা হয়েছে বলে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদের বিএনপি সংসদবৃন্দ কেমন রসিক অন্যথা তাদের আলোচনায় ঐ সব প্রসঙ্গ আসতো না। জাতীয় সংসদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটেরও অধিবেশন চলছে, সিনেটের প্রথম দিনের অধিবেশন হৈ হট্টগোলের মধ্য দিয়ে মুলতবি হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। সিনেট অধিবেশনের যে কার্যবিবরণী বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, একজন সিনেট সদস্য ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্যে উপাচার্যের নির্বাহী আদেশের ওপর বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উক্তির উদ্ধৃতি দিলে সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমদ তাকে 'পত্র-পত্রিকা তাবিজ করে গলায় ঝুলিয়ে রাখার' পরামর্শ দেন। বিএনপি সরকার যেভাবে মাদ্রাসার জন্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে যাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা কারিগরী শিক্ষার আর প্রয়োজন থাকবে বলে মনে হয়না তখন 'তাবিজ'ই হবে এ দেশের মানুষে একমাত্র ভরসা। উদ্ভট উটের পিঠে বাংলাদেশ কোথায় চলেছে?

ইশতিয়াক ফারুক : কলাম লেখক।